"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন ঘোর অন্ধকার, ভয়ানক রাত শেষ হয়ে আসছে, তোমাদের দিনের দিকে চলতে হবে । এ হলো ব্রহ্মার অসীমাবদ্ধ দিন আর রাতের কাহিনী"

*প্রশ্নঃ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার বা হীরেতুল্য জীবন বানাবার আধার কি?

*উত্তরঃ - প্রকৃত গীতা। যা হলো শ্রীমৎ ভগবানুবাচ, বাবা তোমাদের সামনে বসে যে ডাইরেকশন দিচ্ছেন সেটাই হলো প্রকৃত গীতা, যা শুনে তোমাদের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। তোমরা হীরেতুল্য হয়ে ওঠো ।

*প্রশ্নঃ - স্বর্গের গহন সুখ কোন্ পুরুষার্থের আধারে প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - প্রতিদিনকার পড়াশুনা এবং যোগের দ্বারা, স্বর্গের গহন সুখ প্রাপ্ত হয়ে যাবে । সেই জন্য পড়াশোনায় কখনো ক্লান্ত হবে না। বাবা টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন, সুতরাং তোমরা ভালো মার্কস নিয়ে পাস করবার পুরুষার্থ করো। এতে আশীর্বাদ বা কৃপার কোনো ব্যাপার নেই।

*গীতঃ- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না••••

ওম্ শান্তি । এই গীত তোমরা বাচ্চারা তৈরি করোনি । এ তৈরি করেছে চিত্র নির্মাতারা । অর্থ তো কিছুই বোঝেনি । প্রতিটি কথার যথার্থ অর্থ না জানার কারণে অনর্থ হয়ে যায় । গায় অথচ কিছুই বোঝেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমৎ পেয়েছো । কার? ভগবানের । ভগবানকেই ভক্তরা জানেনা তবে তাদের সদ্গতি হবে কি করে । ভক্তের রক্ষক ভগবান, ভগবানের কাছে রক্ষা প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই কোনও দুঃখ আছে । বলে আমাদের রক্ষা কর। অনেক ভাবে ডাকে কিন্তু ভগবান কে, কি থেকে রক্ষা করে, কিছুই জানেনা । ভক্ত অথবা বাচ্চারা ভগবানকে না জানার কারণে কত দুঃখ ভোগ করে থাকে । এখন এর অর্থ তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ । এখন গহন অন্ধকারের ভয়ানক রাত । অর্ধ কল্প ধরে চলে রাত । কোনও বিদ্বান, আচার্য, পন্ডিত কেউই জানেনা রাত কাকে বলে । সে তো জানোয়ারও জানে রাত হলো ঘুমানোর সময়, আর দিন হলো জেগে ওঠার । পাখিরাও রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, ভোর হতেই উড়তে শুরু করে। ঐ দিন-রাত স্বাভাবিক । এ হলো ব্রহ্মার বেহদের রাত আর বেহদের দিন । বেহদের দিন সত্যযুগ - ত্রেতা, আর রাত হল দ্বাপর - কলিযুগ । অর্দ্ধেক -অর্দ্ধেক চাই না ! দিনের আয়ুও ২৫০০ বছরের । এই দিন-রাতের কথা কেউ জানেনা । এখন তোমরা বাচ্চারা জান যে রাত শেষ হয়ে আসছে । অর্থাত্ ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে অথবা ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে , এরপর দিন শুরু হবে । রাতকে দিন আর দিনকে রাত বানায় কে, এটাও কেউ জানেনা । ভগবানকেই জানেনা তো এসব জানবে কি করে । মানুষ পূজা করে কিন্তু জানেনা এরা কারা, যাদের আমরা পূজা করি । বাবা বসে বোঝান -- মূল বিষয়ই হলো গীতাকে খন্ডন করা । বলা হয় শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা । গীতার স্বামী হলেন ভগবান, কোনও মানুষ নয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয় আর সত্যযুগের মানুষদের দৈবী গুণ সম্পন্ন বলা হয় । দৈবী ধর্মের শ্রেষ্ঠাচারীদেরকে দেবতা বলা হয় । ভারতের মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, তারাই আবার আসুরি গুণ সম্পন্ন হয়ে পড়েছে । প্রধান ধর্ম শাস্ত্র ৪ টে আর কোনও ধর্মশাস্ত্র নেই, আর থাকলেও খুব ছোট ছোট মঠ স্থাপন করেছে । যেমন সন্ন্যাসীদের মঠ, বৌদ্ধ মঠ । বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, তারা বলবে অমুক ধর্ম শাস্ত্র আমাদের । এখন ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র একটাই । সত্যযুগের দেবী -দেবতা ধর্মের শাস্ত্র একটাই যাকে শ্রীমৎ ভগবত্ গীতা বলা হয় । গীতা হলো মা, তার রচয়িতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । কৃষ্ণের আত্মা যখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে তখনই আবার গীতার ভগবান, জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সহজ রাজযোগ শিখে আর জ্ঞান ধারণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে । এমনই উচ্চ থেকে উচ্চতর ধর্মশাস্ত্রকে ওরা খন্ডন করে দিয়েছে । যার জন্যই ভারত কড়িতুল্য হয়ে গেছে । ড্রামার এই একটা ভুল গীতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে । বাবা যে সত্য গীতা শোনাচ্ছেন সেটাই প্রকাশ হওয়া উচিত । প্রকৃত (সত্য) গীতা গভর্নমেন্টের ছাপানো উচিত । এ হলো শ্রীমৎ ভগবানউবাচঃ । বাচ্চাদের প্রতি বাবার ডাইরেকশন দেন -- ভালো করে সংক্ষেপে গীতা ব্যাখ্যা করা উচিত । তোমরা জানো যে প্রকৃত গীতার দ্বারাই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয় । বাবার হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে । বীজ, বৃক্ষ (ঝাড়) আর ড্রামার চক্রকে বোঝাতে হবে । গায়নও আছে সত্যযুগ ইত্যাদি হলো সত্য, এটাই সত্য এবং এটাই সত্য থাকবে । ঝাড়কে জানাও সহজ । এর বীজ থাকে উপরে । এই ঝাড় বিভিন্ন ধর্মের । এর মধ্যে সব ধর্ম এসে পড়ে। বাকি ছোট ছোট শাখা-প্রশাখাও অজস্র আছে, মঠ, পন্থও আছে । ভারতের হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? স্বয়ং ভগবান । কোনও মানুষ স্থাপন করেনি । শ্রীকৃষ্ণ দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন অন্তিম জন্মে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী হতে হতে কলা কমতে থাকে । সূর্যবংশী রাজধানী যা

সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । এখন আবার শ্রেষ্ঠাচারী হতে যাচ্ছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চ থেকে উচ্চতর পার্ট কার হবে ? এখন তোমরা জেনে গেছ প্রধান হলো শিবায় নমঃ । ওঁনার যা মহিমা তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের জন্য গাওয়া হয় না । প্রেসিডেন্টের মহিমা প্রাইম মিনিস্টার বা অন্য কাউকে কি দেওয়া যাবে ? না । ভিন্ন - ভিন্ন টাইটেল আছে না ! সব-ই তো এক হতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ধারণা হয়েছে । তোমরা জানো খ্রাইস্টও নিজের ধর্ম স্থাপনের পার্ট পেয়েছিল । আত্মা হলো বিন্দু স্বরূপ । তার মধ্যেই পার্ট নিহিত আছে । খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপনা করে তারপর পুনর্জন্ম নিয়ে পালন করতে করতে সতঃ-রজঃ -তমঃ-র মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় । একদম শেষে গিয়ে সৃষ্টিরূপী ঝাড়কে জড়জড়ীভূত অবস্থায় পরিণত হতেই হয় । প্রত্যেকেই কত দীর্ঘ সময় ধরে পার্ট পেয়েছে । বুদ্ধকে কতবার জন্ম নিয়ে তাকে পালন (সেই ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে) করতে হয় তাও তোমরা জেনেছ । ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে জন্ম নিতে থাকে ।

এখন বাবা তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধিমান বানান। কিন্তু কেউ কেউ তো শিববাবাকে স্মরণও করতে পারে না । অসীম জগতের বাবা এসে স্বর্গের অসীমিত উত্তরাধিকার দেন, এটাও তোমরা বোঝাতে পারো না । বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন, আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ফিক্সড হয়ে আছে। এক শরীর ছেড়ে আবার নতুন শরীর ধারণ করতে হবে । এর গভীরে গিয়ে একে বুঝতে হবে । যারা স্কুলে রোজ পড়বে তারাই বুঝবে । কেউ তো চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । গানও গেয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার•••• । বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করার জন্যই পুরুষার্থ করাচ্ছি । তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ো না । এত উচ্চ থেকে উচ্চ পড়া তোমরা কিনা ছেড়ে দাও ! কেউ তো পড়া ছেড়ে দিয়ে আবার বিকারে চলে যায় । যেমনটি ছিল আবারও তাই হয় । চলতে -চলতে অধঃপতিত হলে আর কি হবে । যদিও ওখানে সুখে থাকবে কিন্তু পদ প্রাপ্তিতে প্রভেদ হবে না ! এখানে তো সবাই দুঃখী, ওখানে রাজা প্রজা সবাই সুখে থাকে । তবুও পদ তো উঁচু-ই নেওয়া উচিত, না ! পড়া ছেড়ে দিলে মাতা-পিতা বলবে তুমি তো এর উপযুক্তই নও । বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নিতে নিতে কোনও বাচ্চা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ।চলতে চলতে মায়া এসে আক্রমণ করলে ফিরে চলে যায় । যেটুকু সঞ্চয় করেছিল তাও হারিয়ে ফেলে । কি হতে পারবে ? স্বর্গে যদিওবা যাবে কিন্তু একদম সাধারণ প্রজা রূপে । বাবা বলেন আমার হয়েও যদি ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ো বা ট্রেটর (বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করো) হয়ে যাও, তবে প্রজার মধ্যেই চন্ডাল রূপে জন্ম নেবে। সবই প্রয়োজন, না ! স্বর্গের মালিক হতে হতে যদি কেউ পড়া ছেড়ে দেয় তবে তার মতো মহান মুর্খ দুনিয়াতে আর কেউ নেই । বাচ্চারা লেখে তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার । তোমারই কৃপায় স্বর্গের অনন্ত সুখ ভোগ করি । আমার প্রতি কৃপা কর । বাবা বলেন কৃপা করার কোনও ব্যাপার নেই । আমি শিক্ষক তোমাদের পড়াচ্ছি । পুরুষার্থ তোমাদেরই করতে হবে। ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করতে হবে । আমি কি থোড়াই সবাইকে আশীর্বাদ করব বসে বসে ! তোমরা যোগযুক্ত হয়ে থাকো, অধিক শক্তি পেতে থাকবে। থোড়াই সিংহাসনে সবাই বসতে পারবে । একজন কি আরেক জনের মাথার উপর চড়ে বসবে? প্রধান ধর্ম হলো ৪ টি, শাস্ত্রও ৪ টি । তার মধ্যে প্রধান হলো গীতা। বাকি সব গীতার সন্তানাদি । বর্সা তো মাতা-পিতার থেকেই প্রাপ্তি হয় । এখন বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । শুধু গীতা পড়লে থোড়াই রাজার রাজা হতে পারবে । বাবাও (ব্রহ্মা) গীতা পড়েছিলেন । কিন্তু গীতা পড়ে কিছুই হয়না। এসবই ভক্তি মার্গের শাস্ত্র । তোমাদের পুরুষার্থ করে ১৬ কলা সম্পন্ন হতে হবে । এখন তো তোমাদের মধ্যে কোনও কলা নেই, কোনও গুণ নেই । তোমরা গেয়েও থাক আমি নির্গুণ আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই । নিজেকে নিজেই দোষারোপ করো••• তারপর বলো আমাদের আবার ১৬ কলা সম্পন্ন বানাও । আমরা যা ছিলাম তাই বানাও । এখন তোমরা জানো বাবা সামনে এসে বোঝাচ্ছেন। ওরা তো নির্গুণ নামে একটি সংস্থাও বানিয়ে ফেলেছে । নির্গুণ নিরাকারের অর্থও জানেনা । শিবের তো আকার আছে । যার নাম আছে তার অস্তিত্বও অবশ্যই আছে না ! আত্মা এত সূক্ষ্ম অথচ তারও নাম আছে । ব্রহ্ম মহাতত্ব যেখানে আত্মারা বাস করে, সেটাও তো নাম না ! নাম - রূপ হীন কিছুই হতে পারেনা । ভগবানকে বলে নাম -রূপ থেকে পৃথক, বলেই তারপর তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । এটা বলা কত বড় ভুল । মানুষ এসব বুঝবে তবেই তো নিশ্চয় (faith, বিশ্বাস, আস্থা) হবে । বলবে বাবা আমরা তোমাকে জেনেছি কল্প -কল্প ধরে তোমার কাছ থেকে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করছি, যখন এমন নিশ্চয় হবে, তখনই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়বে । এখান থেকে বাইরে বেড়িয়েই সব ভুলে যায় আর তাই সবার প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত - সত্যই, শিববাবা এসেছেন - রাজযোগ শেখাতে । কেউ আছে লিখে দেবার পরেও পড়েনা । ব্লাড দিয়েও কেউ লেখে কিন্তু আজ তারা নেই । মায়া কত প্রবল । বাবা বসে কত বোঝান, তোমাদের বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস তখনই হবে যখন তোমরা এই এই রকম ভাবে পত্র লিখবে । তোমাদের শক্তি সেনাতেও নম্বর অনুসারে আছে । কেউ চিফ কমান্ডার, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ বা মেজর । সিপাহীদের সাথে তাদের বোঝা বহনকারীও কেউ কেউ আছে । সবাই সেনা । বাবা তো পুরুষার্থ করাবেনই তাই না! প্রত্যেকেই পুরুষার্থ করতে করতে বুঝতে পারে -- রাজা - রানী হবে, না বিত্তবান প্রজায় যাবে, নাকি কোনও সাধারণ প্রজায় যাবে, না দাস-দাসী হবে। এটা বুঝতে পারা খুবই সহজ

ব্যাপার । সুতরাং প্রথমে প্রধান জিনিসটাকেই নেওয়া উচিত । বাবা মহারথীদের উদ্দেশ্যে কত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। সুতরাং বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য চিন্তন চলা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পড়াশোনায় ক্লান্ত হওয়া উচিত নয় । উচ্চ থেকে সুউচ্চ এই পড়াশোনা রোজ পড়তে হবে আর অন্যদেরও পড়াতে হবে।

২) বিহঙ্গ মার্গের সেবার জন্য যুক্তি খুঁজতে হবে । যোগে থেকে বাবার থেকে শক্তি নিতে হবে । কৃপা বা আশীর্বাদ প্রার্থনা নয় ।

বরদানঃ- বরদানের দিব্য পালনার দ্বারা সহজ এবং শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভবকারী সদা সৌভাগ্যবান ভব

বাপদাদা সঙ্গম যুগের সকল বাচ্চাদেরকে তিনটি সম্বন্ধে দ্বারা লালন পালন করে থাকেন। বাবার সম্বন্ধে অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারের স্মৃতির দ্বারাপলনা, শিক্ষকের সম্বন্ধের দ্বারা পড়াশোনার পালনা এবং সদ্গুরুর সম্বন্ধের দ্বারা বরদানের অনুভূতির পালনা... একই সময়ে সবাই পাচ্ছে। এই দিব্য পালনার দ্বারা সহজ আর শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করতে থাকো। পরিশ্রম আর কঠিন - এই শব্দ গুলি সমাপ্ত হয়ে গেলে তখন বলবে অসীম সৌভাগ্য!

স্লোগানঃ- বাবার সাথে সাথে সকল আর আত্মাদের স্নেহী হওয়াই হলো সত্যিকারের সৎ ভাবনা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;